পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

মাকুর নাম লিপিবুনি

অতীত খড়গপুরে, রেলকলোনীতে ফিরে গিয়ে কখনো এক ছোটো মেয়ের চুল তার মা বিনুনী ক'রে দিচ্ছেন, এমন চোখে প'ড়ে যায়। মনে পড়ে গেঞ্জিকলের স্মৃতি, পৈতে বোনা। চোখে পড়ে মন্টগোমারির কারখানায় অপটিকাল ফাইবারের ঝাঁকে একে অন্যের জড়িয়ে পড়া, স্ট্রিংস্-শপে বেহালাছড়ের সুতোবাঁধা, কম্প্যুটরের পর্দায় আমাদের গাণিতিক সূত্র ধরে রেখা চলে যাচ্ছে জাল বুনতে বুনতে; দেখতে দেখতে পুরীর সেই শেষ ভ্রমণের কথা মনে পড়ে যায় - ঝাউবনের প্রত্যন্ত গহিনে ব'সে দুই জেলের মনোনিবিষ্ট জালবোনা। জাল এক ছক। আর যেসব জালের কথা আপাতত বললাম - সেসব জাল দৃশ্যিক। আরো কত জাল রয়েছে যা আমরা দেখতে পাইনা। সেইরকমই এক অদৃশ্য জাল থেকে, বোনা থেকে আসে লেখার অনুপ্রেরণা। আসে আমাদের কবিতার লিপি।

কে যেন বলেছিলেন কবিতার তৃতীয় পঙক্তিটা লেখাই সবচেয়ে কঠিন - বোধহয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কে যেন, কারা যেন বলেছিলেন মনের, মেধার চাক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়ানো মধুর মতোই নেমে আসে লেখা, দৈবের বশে নেমে আসে এক একদিন জ্যোৎস্নার সাথে। এঁদের ভাবনার থেকে আমি দূরে থেকেছি। কবিতাকে দৃশ্যবস্তু, অনুপ্রেরণাকে জ্যোৎস্না ও মধু, আর কবিতার নিয়ন্তাকে ঈশ্বর বা দৈব ভাবতে পারিনি। কর্মির কথা মনে হয়েছে, কারখানার কথা। গেঞ্জিকলের *টানা-পোড়েনের* কথা। পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা। এক যন্ত্র যা মানুষের শরীরের মতো, মস্তিষ্কের মতো, কি আরো অদেখা জটিলতর, উন্নততর এক প্রাণীর মতো এক যন্ত্র - যাকে এখনো আমরা ততোটা জানতে পারিনি কিন্তু তার উপস্থিতি টের পেয়েছি - এরকমই এক যন্ত্রের কুশলী বুননপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মায় কবিতার লিপি। আর সে লিপি বোনে এক মাকু - A thimble called TextWeaver।

এই মাকুটাই রহস্য। হ্যারি পটারের হাতের মুঠোয় সেই সোনালি 'স্নিচ'-এর মতো - যাকে ধরতে পারলেই খেলা শেষ। কবির হাতের মাকু। কবির একার মাকু। এইরকমই ভাবি আমরা। বলা উচিত, এইরকমই ভাবা হতো। কিন্তু কি তাই? কবির একার মাকু?

রামায়ণ কজনের লেখা? ক'জনের লেখা মহাভারত? কতবার? পিটার ব্রুক ও তো একটা 'মহাভারত' করেন। ইন্দোনেশিয়ার লোকশিল্পেও তো রামায়ণ যত্রতত্র। যাঁরা জাকার্তা গেছেন কখনো, জানেন, বিমানবন্দরের সামনের রাস্তাটার নাম - গাতাত্কাচা রোড। 'গাতাত্কাচা' অর্থাৎ - ঘটোৎকচ। অসংখ্য লোকগাথায় কবিতায় রামায়ণ পুনঃরচিত। বালিদ্বীপের লোকসংস্কৃতিতে 'সঙ্ঘং' নামে এক নাচ আছে, যারই আরেক রূপ 'কেজাক'। মার্কিন ভাষাকবি রণ সিলিম্যান (Ron Silliman) এই বানরনাচ থেকেই রক্ত টেনে লেখেন ওঁর বই - ketjak। কত সাহিত্যঘন ইহুদী ধর্মগ্রন্থ অসংখ্য তালমুদদের হাতে সমষ্টিরচিত, কয়েক শতাব্দী ধরে। অজন্তা-ইলোরার দেয়ালচিত্রগুলো কীভাবে আঁকা হয়েছিলো? এক একজন শিল্পীই কি এক একটা ছবি একেঁছেন? সম্ভবত না। সেসবও যৌথপ্রয়াস। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের দশাও তাই। কোনটা কার লেখা? কবেকার লেখা? প্রায় একই ভাবনা ও পঙক্তি শতক পেরিয়ে কেবল কলম বদলাচ্ছে কেন, রঙ ও ধাঁচ তুলি পাল্টাচ্ছে কেন, কেন গলা আর ঠোঁট পাল্টাচ্ছে একই

সুরধ্বনি? ভাবতে ভাবতে, ইতিহাস থেকে হাতড়াতে হাতড়াতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে আমরা পৌঁছবো শীঘ্রই যেখানে 'মৌলিক' লিপির মোটাদাগের বিলিতি ভাবনাটা মুছে যাবে, একা-মাকুর ধারণাটা কবির হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ছায়াপথে ঘুরে বেড়াবে সোনালি 'স্নিচের' মতো। কে নিবি মোরে!

দীর্ঘসময়ব্যাপী সাহিত্য বা দীর্ঘভূব্যাপী সাহিত্য পড়তে পড়তে এই স্থির বিশ্বাসে গিয়ে আমি ঠেকছি - নানারকমের মাকু আমাদের সবার হাতে হাতে ঘুরছে, আমরা আসলে একই কারখানার কর্মি, একই গুহার শিল্পীসমাজ; মাকুগুলো, গেঞ্জিকলগুলো নানা সময়ের, নানা জমির। যার পেটকাটি সবাইকে কেটে এখন সবিস্তার নীলে পতপতে বিজয়কেতন তার সুতো আর আমার সুতো হয়তো একই দোকানের। একই মাঞ্জা।

কম্যুনিস্ট সাহিত্যমার্কা, স্বকীয়তা কচুকাটা করা কোনো কথা আমি বলতে চাইছি না। বলছি দেখুন বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে। দেখুন কি জটিল সমষ্টি আপনি নিজে! কোথা থেকে আসছে আপনার লেখার সুতো? সে কি আপনি জানেন? না জানে আপনার সাইকোলজিস্ট, সমাজবিদ, আপনার সেই স্নিচ-আত্মা? না কি আপনার ইতিহাস? আপনার ভূগোল? লিপি আসছে অনেক জায়গা থেকে - সচেতনে, অচেতনে। কখনোবা চেতনা-অতিক্রান্ত এক উপায়ে, কালবায়ুর ফন্দি-ফিকিরে লিপিচরিত্রের ছায়াকে আরেক প্রচ্ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। হলিউডে একটা কথা চলে - when you take from hundreds of sources it is called "research", when you take from one source, it is called "plagiarism"। ইয়েটস-এর 'O' Curlew' থেকে ক-লাইন সরাসরি বাংলা ক'রে শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ 'হায় চিল' লিখে জনৈকের কাছে 'ধরা' পড়ে গেলেন; আর রবীন্দ্রবাবু যে কতরকমের রাগসঙ্গীতে, দাক্ষিণাত্যের সুরে, পাশ্চাত্যের ধ্রুপদে, রবার্ট বার্ন্সের ঝাঁপিতে হাত গলালেন সেটা সে সময় না জানতে পারলেও, এ সময় জেনেও উপেক্ষা করলো রূপান্তরের রূপের ছটায় ঝলসে গিয়ে। যেভাবে বার্ন্সের বৎসরান্তের 'Auld Lang Syne' বা 'All acquiantance be forgot' রবীন্দ্রবাবুর কথায় ও সুরে 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় পরিণত হয়, স্কটিশ জাতীয়তার সুর হয়ে ওঠে বাঙালী স্মৃতিসুধা - cultural mapping -এর এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ কম। বছর কয়েক আগে ধীমান চক্রবর্তীর বই পড়ছিলাম - 'ধূসরজিপসী বৃষ্টিরিকশা'। সেখানে 'বৃক্ষস্মৃতি' কবিতায় ধীমান লিখেছেন -

'বন্দুক বাঁট দিয়ে নিজের
মাথা ফাটিয়ে দেখার চেষ্টা এই
যে দৃষ্টি তা লাগসই কিনা'
- ধীমান চক্রবর্তী

পড়ে চমকে উঠি। মার্কিন কবি রবার্ট ক্রিলির এক প্রেমের কবিতার কথা মনে পড়ে যায় অবিলম্বে। ক্রিলি এক পুরনো প্রেমিকাকে মনে করে লিখেছিলেন -

"I wish I could split your brain
To put a candle
Behind your eyes'
- Robert Creely

এ কথা ধীমানদাকে বলতে কবি এক সরল আত্মরক্ষার্থীর সুরে বললেন - রবার্ট ক্রিলি? আমি তো তাঁর নামও শুনিনি, সত্যিই আশ্চর্য মিল। গ্রন্থান্তর, চেতনান্তর এই সমস্ত মিল ক্রমশ ধরা পড়ে। নানা দেশের নানা কবিতায়। আমি নিজেও বাদ পড়িনা লিপিজালের এই বিভ্রাট থেকে।

সিনেমার ভাষা আমার কবিতার ভাষাকে আকার দেবার প্রচেষ্টারত আজ বহু বছর। সেইসঙ্গে ফরাসী নবতরঙ্গ ছবির একমাত্র মহিলা চলচ্চিত্রকার অ্যাগনেস ভার্দার ছবি দেখছি বেশ ক'বছর। ওঁরই সাম্প্রতিক ছবি, ৮০ বছর বয়সে পরিচালিত, যাঁকে ভার্দা জীবনের শেষ ছবি বলেছেন - 'বীচেস অফ অ্যাগ্নেস' - এক স্মৃতিলিপি, এক জীবনালেখ্য। ছবিটা দেখতে দেখতে বুঝতে পারি ভার্দা জীবনের ঘটনা, পশ্চিম গোলার্ধের সামাজিক/রাজনৈতিক ইতিহাস, চলচ্চিত্র মাধ্যমের পরিবর্তন, শিল্পীজীবনের বিবর্তন, অসংখ্য ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, পারিবারিক উপকাহিনী - সমস্ত এক পাত্রে জড়ো ক'রে এক খিচুড়ি বা পাঁচতরকারি বা 'জাম্বালায়া' বা 'ব্রিকোলাজ' চিত্রভাষার মাধ্যমে তৈরি করেছেন। অনেকটা সমধর্মী প্রয়াসে রচিত আমার দীর্ঘকবিতা 'স্মৃতিলেখা'। ২০১৩ সালে প্রকাশ পায়। ২০০৭-২০১২ - এই পাঁচ বছর ধরে লেখা। আর ভার্দার শেষ ছবি নির্মিত হয় ২০০৮ সালে। ছবিটা যে এর মধ্যে চোখে পড়লো না তাকে আশীর্বাদ ভাবা উচিত না অভিশাপ সে ব্যাপারে এখনো মন ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু সাহিত্য, শিল্প যে স্বাভাবিকরূপেও সম্মেলক, সমান্তরাল, প্রতিচ্ছিষ্ট-প্রবণ - আমার এই বাড়ন্ত ভাবনাকে বাড়তি পুষ্টি দিয়ে যায় এই সমাপতন।

লিপির এই বিমিশ্র, সামষ্টিক চেহারাটা, কবিতার শরীরের, আধেয়র ও ভাষার এই দীর্ঘায়িত হয়ে যাবার প্রবণতা - একেই আমরা কেউ কেউ, পরিবিষয়ী কবিতা আন্দোলনের কবিরা 'নবলিপি' বলতে চাইছি। তলিয়ে ভেবে দেখলে অবশ্য এই নবলিপি 'প্রাচীনলিপি'। আদি ভারতীয় গ্রন্থগুলোর প্রায় সবই এইভাবেই রচিত হতো। এক দীর্ঘকবিতা হিসেবে সেই সমস্ত গ্রন্থকে পড়তে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। এমনকি মধ্যযুগেও পদে পদে গড়া যে পদাবলি সেও একপ্রকার সিরিজ কবিতা। পরিবিষয়ী কবিতার 'নবলিপি' যদিও ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছে ফিরতে চাইবার প্রবণতায় আসেনি। এসেছে বহুবিষয়, বহুশিল্প ও বহু জ্ঞানশাখার প্রতি কবির স্বাভাবিক আগ্রহের থেকে। একুশ শতকের উত্তরাধুনিক মানুষের, বা উত্তরাধুনিকতা পরবর্তী পুনর্চয়নপ্রিয়, সমূহাগ্রহী শিল্পীর সম্ভাবনা থেকে।

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, মার্চ ২০১৪